লালবাড়ির রহস্য

মেরী ঘোষ
শ্রেণি - নবম বিভাগ - কেতকী

লাল বাড়ি আমাদের পাড়ার এক বিখ্যাত বাড়ি। লোকে বলে যে লালবাড়িতে নাকি ভূত আছে। কিন্তু আমার মনে অনেকদিন ধরেই এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল। ভূতের প্রতি অবিশ্বাসের জন্য একদিন আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম যে আমরা সেই বাড়িতে যাব। একদিন অমাবস্যার রাতে আমি ও মহুয়া, সোনাই ও তিতাই মিলে সেই বাড়িতে প্রবেশ করলাম। বাড়ির ভিতরের পরিবেশ অতি অপরিচ্ছন্ন, চারিদিকে মাকড়সার জাল, গাছের শিকড়েই ভর্তি। কিছুটা ঢোকার পর আমরা কাউকে দেখতে না পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম কিন্তু পরে দূরে এক টিমটিমে আলো দেখে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনলাম। দূরের আলোর কাছে যেতে আমরা আর কাউকে দেখতে পেলাম না। কিছুক্ষণ বাদে আমরা বাড়ির আরেক অংশে প্রবেশ করলাম। সেইখানে দেখলাম নানা মূল্যবান মূর্তি ও প্রচুর ধনরত্ন-যা দেখে আমার বিশ্বাস হয়ে গেল যে এই স্থান ভূতুড়ে নয়। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এই স্থানে নিশ্চয়ই গুণ্ডাদের কোন কালোবাজারি ব্যবসা চলে। হঠাৎ কে যেন আমাকে পিছন দিক থেকে মারল ও আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর আমার আর কিছুই মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখি যে আমি এক অন্ধকারে ঘরে একা বন্দী, আমার হাতে কড়া বাঁধন। বহুবার সেই বাঁধন খোলার চেষ্টা করলেও তা বৃথা গেল। অবশেষে অনেক কষ্টে বাঁধন খুলে সেই স্থান থেকে পালালাম। আমি আমার অন্য সঙ্গীদের বহু খোঁজার চেষ্টা করলাম। কিন্তু না পেয়ে হতাশ হয়ে গেলাম। দূরে কালো লাল জামা প্যান্ট পরা এক ছেলেকে দেখে একটু সতর্ক হয়ে গেলাম। কিন্তু সে নিজে এসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি একা একা কী করছ?" আমি তাকে সব ঘটনা খুলে বলি। তখন সেও তার বদ্ধ জীবনের কথা বলে। আমি তাকে আমার বন্ধুদের কথা জিজ্ঞাসা করি। সে আমাকে সেখানে নিয়ে যায়। মহুয়া, সোনাই ও তিতাই-এ বাঁধন খুলে সব ঘটনা বলে দিলাম। তখন আমাদের চারজনের মধ্যে সোনাই ছুট্টে চলে গেল পুলিশকে ডেকে আনতে। তখন ছেলেটি বলল-এই বাড়ির পিছনে এক গভীর সুড়ঙ্গ আছে যার মাধ্যমে তুমি বাইরে বেরিয়ে যাও। তখন আমরা বিনা ভয়ে সেই গুণ্ডাদের সঙ্গে মোকাবিলা করলাম। তাদের মধ্যে কয়েকজন মূর্চ্ছিত ও আহত হল। পুলিশকে ডেকে নিয়ে ইতিমধ্যে বিল্টু উপস্থিত। পুলিশ সব গুণ্ডাদের ধরে নিয়ে চলে গেল। সাধারণ মানুষের কাছে এই বাড়ির রহস্য তুলে দিতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে হল।